R. N. No. 2532/57

Regd No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ক্রম্পটন গ্রীভস লিমিটেডের
ল্যাম্প, টিউব, ষ্টাটার,
ফিটিংস এবং ফ্যান
ডীলার

এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৬শ বর্ষ
৩৪শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ২৪শে পৌষ বুধবার, ১৩৮৬ সাল।
৯ই জানুয়ারী, ১৯৮০ সাল।

নগদ মূল্য : ২০ পয়সা
বার্ষিক ৯, সডাক ১০

নির্বাচন পর্ব শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত
জেলার তিনটি কেন্দ্রই বামফ্রন্টের দখলে

বিশেষ প্রতিনিধি, ৯ জানুয়ারী—৬ জানুয়ারী ১৯৮০ সালের সপ্তম লোকসভার নির্বাচন পর্ব জঙ্গিপুর কেন্দ্রের সর্বত্র শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত হয়েছে। ভোট পড়েছে ৬৫ শতাংশ। ফরাক্কার ৩৯.২ বুথ এবং বহরাগাছি গ্রামে দুটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া মহকুমার কোন জায়গা থেকে অপ্রীতিকর কোন ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, নির্বাচনের দিন বহরাগাছি গ্রামে দুটি রাজনৈতিক দলের সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। তবে ঘটনা বেশী দূর গড়ায়নি। ফরাক্কার ৩৯ নং বুথে কং (ই) দলের এজেন্ট একজন মহিলা ভোটারকে চ্যালেঞ্জ করলে সি পি এম সমর্থকদের হাতে প্রহৃত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন বলে জানা যায়। নির্বাচনের পর ভোট গণনার সময় মঙ্গলবার রঘুনাথগঞ্জের মঙ্গলজনে দুই দলের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, কোন অপ্রীতিকর

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বিপদে ছুটে আসব : জয়নাল আবেদিন

নিজস্ব সংবাদদাতা : 'গঙ্গাভাঙ্গন, বন্যাসহ যে কোন বিপদের দিনে জঙ্গিপুরের মানুষের পাশে এসে দাঁড়াব। মানুষকে সংগঠিত করে সংগ্রামে এগিয়ে যাব।' জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রে জীবনের প্রথম নির্বাচনী জয়লাভের পর প্রথম সাক্ষাৎকারে সি পি এম সংসদ সদস্য জয়নাল আবেদিন জঙ্গিপুরের মানুষের কাছে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

আবেদিন ১৯৭১ সালেও এই কেন্দ্র থেকে লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী হয়ে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। জয়নাল সাহেবের বাড়ি সাগরদীঘির এক প্রত্যন্ত অঞ্চল কাবিলপুর গ্রামে। দরিদ্র পরিবারের ছেলে জয়নাল এক মাদ্রাসা স্কুলে শিক্ষকতার কাজ করেন।

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভুলে ভরা ভোটার লিষ্ট, অনেকের নাম বাদ

নিজস্ব সংবাদদাতা : ১৯৭৭ সালের মত একই জিনিস দেখা গেল ১৯৮০-র লোকসভা নির্বাচনে। ভোট দিতে গিয়ে অনেক ভোটার দেখতে পেলেন ভুলে ভরা ভোটার লিষ্ট থেকে অনেকের নাম বাদ গেছে। নিরাশ হয়ে ক্ষুব্ধ মনে তাঁদের ফিরে আসতে হয়েছে ভোট গ্রহণ কেন্দ্র থেকে। এমন কি ১৯৭৭ সালেও যাঁরা ভোট দিয়েছেন, এবার তাঁদের মধ্যে অনেকের নাম ভোটার লিষ্ট থেকে বাদ পড়েছে। এ ছাড়াও বাবার নামের জায়গায় ছেলের নাম, ছেলের নামের জায়গায় দাদুর নাম, মেয়ের নামের জায়গায় মায়ের নাম লেখা রয়েছে দেখা গেছে। ভোটাররা এই ভুলের জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে দায়ী করেছেন। অপর দিকে জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক অসিতবরণ চক্রবর্তী এ সম্পর্কে এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, এর জন্য দায়ী ভোটাররা। কারণ ভোটার তালিকা প্রকাশের পর প্রচুর সময় দেওয়া হয়েছিল তখন তাঁরা ৬, ৭, ৮নং ফর্মে আবেদন করেননি কেন? মহকুমা শাসক স্বীকার করেন কিছু ভুল হয়েছে এনুমেরেটারদের লেখার দোষে। তবুও সময় যখন দেওয়া হয়েছিল ভোটারদের তখন আপত্তি জানানো উচিত ছিল। এবং সেটাই নিয়ম।

ভগবানের অমর পুত্র

নিজস্ব সংবাদদাতা : সামসেরগঞ্জ থানার পার অনুপপুর গ্রামে প্যারীমোহন সরকার নামে ১২৫ বছর বয়স্ক এক ভোটারের সন্ধান পাওয়া গেছে। নির্বাচন কর্মীরা সংশোধনী ভোটার তালিকা তৈরীর জন্য গত বছর গ্রামে গ্রামে গিয়ে নাম সংগ্রহের সময় প্রবীণতম এই ভোটারের সন্ধান পান। প্যারীমোহনবাবু প্রতাপগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের শিকদারপুর গ্রামসভার বাসিন্দা। তিনিই সম্ভবতঃ পশ্চিমবঙ্গের প্রবীণতম ভোটদাতা। বরাবরই তিনি ভোট দিয়ে আসছেন এবারও খুশীতে ডগমগ হয়ে তিনি ভোট দিয়ে এসেছেন। তাঁর বাবার নাম ভগবান সরকার। তাই তিনি নিজেকে ভগবানের অমর পুত্র বলে মনে করেন।

আর একজন প্রবীণ ভোটার ছিলেন ফরাক্কা থানার বেনিয়াগ্রামে। নাম ছিল তাঁর যোগেন্দ্রনারায়ণ পাণ্ডে। ১৯৭৭ সালের ঐতিহাসিক লোকসভা নির্বাচনের পর ১১৬ বছর বয়সে তিনি পরলোকগমন করেন। ভোটার হলেও তিনি কিন্তু জীবনে ভোট দিতে যাননি কখনও। কারণ, সংসদীয় গণতন্ত্রে তাঁর বিশ্বাস ছিল না। বয়সের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন প্যারীমোহনবাবুর পরেই।

ঝোপ বুঝে কোপ

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ গঙ্গা ভাঙন বিভাগের কর্মী দামোদর সিংহের অনুপস্থিতির সুযোগে ৪ জানুয়ারী রাত্রে তাঁর প্রথম পক্ষের ছেলে অসিত সিংহের (২০) হাতে নৃশংসভাবে খুন হয়েছে দ্বিতীয় পক্ষের দুই ভাইবোন বিশ্বজিৎ সিংহ (১০) ও বুলবুল সিংহ (৬)। পুলিশ সূত্রের খবরে জানা গেছে, দামোদর সিংহ নির্বাচন কর্মী হিসেবে ওই দিন সাগরদীঘি এলাকায় ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে চলে যাওয়ার পর প্রথম পক্ষের ছেলে অসিত আসে তার বাসভবনে। সে থাকে ধুলিয়ানের কাছে ভবানীপুর গ্রামে। এখানে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বেআইনী ধানকল সীল

ধুলিয়ান, ৯ জানুয়ারী—পুলিশ সূত্রের খবরে প্রকাশ, ৩১ ডিসেম্বর দুর্নীতি দমন বিভাগ সামসেরগঞ্জ থানার কাঁকুড়িয়া গ্রামের একটি অবৈধ ধানকল সীল করেন। এ ছাড়াও ধুলিয়ান গরুর হাটের সমাজবিরোধী বলে পরিচিত সোকবুল মোমিনকে লাইসেন্সবিহীন ধানভানা কলসমেত গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

সূচীশিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

ধুলিয়ান, ৯ জানুয়ারী— মুর্শিদাবাদের জেলা শাসক অশোক গুপ্ত সম্প্রতি এখানে মেয়েদের জন্য একটি সূচীশিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করেছেন। তিনি জানান, প্রতি বৎসর নিরন্ন মহিলাদের মাসে পঞ্চাশ টাকা এবং প্রশিক্ষণ শেষে ৫০০ টাকা ও একটি করে সেলাই মেসিন দেওয়া হবে। এর ফলে গ্রামাঞ্চলের অসহায় ও দুঃস্থ মহিলারা উপকৃত হবেন।

আর একটি খবরে জানা গেছে, সম্প্রতি এখানে সয়াবিন থেকে পুষ্টিকর খাদ্য প্রস্তুতকরণের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৪শে পৌষ বুধবার, ১৩৮৬।

"মিরাক্‌ল্‌?"

জনতা-দলকোন্দলরূপী অসুর নিহত। সপ্তম লোকসভা নির্বাচনের অকাল-বোধনে গণতন্ত্রশক্তি জাগিয়া সেই অসুরকে বধ করিয়াছেন; সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে একদা ১৯৭৭ সালে পর্যুদস্ত শ্রীমতী গন্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস দল। শুধু জাগিয়াছে তাহা নহে, বর্তমান প্রবন্ধ লিখিবার সময় পর্যন্ত এই দল মোট আসনের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ দখল করিতে চলিয়াছে। জনতা নেতা শ্রীজগজীবন রাম এই জয়কে বলিয়াছেন 'মিরাক্‌ল্‌', আকাশ-বাণীর সংবাদপাঠক বলিয়াছেন, 'ল্যাণ্ড স্লাইড্‌ ভিক্‌ট্রি' —'ধস নামান জয়'। কাহারও মতে ইহা চমকপ্রদ, অভাবিত ইত্যাদি।

কিন্তু সত্যই কি জয় 'মিরাক্‌ল্‌', অভাবিত ইত্যাদি? ভোটবাক্সগুলি আসমুদ্র হিমাচল ভারতের জনগণের ১৯৭৭ সাল হইতে জনতা সরকারের 'খেয়োখেয়ি' শাসনকালের পুঞ্জীভূত মর্মবেদনা আজ এই কাণ্ড ঘটাইয়াছে— ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। এই জনতা দল ক্ষমতালাভের উষালগ্ন হইতে দেশের জনগণের বিরাট প্রত্যাশায় জলাঞ্জলি দিয়া একে অপরকে ল্যাং মারিবার যে কূট কৌশল চালাইয়া আসিতেছিল, সে বিষবৃক্ষ উৎপাদন করল 'পোলিটিক্যাল কেওস'-রূপী বিষফল। এত বড় রাজনৈতিক অপদার্থতা বোধ কার, পৃথিবীর আর কোন দেশের শাসকদল দেখাইতে পারেন নাই।

ইতিহাস কাহাকেও ক্ষমা করে না। হিষ্ট্রী রিপীট্‌স্‌ ইট্‌সেল্‌ফ্‌। ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে মানুষ শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁহার দলকে রেহাই দেয় নাই, ১৯৮০তে জনতা, লোকদল প্রভৃতি তাবৎ দলকেও ক্ষমা করিল না। সি পি আই এম নেতা শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত যথার্থই বলিয়াছেন যে, ভাল হউক আর খারাপ হউক, কংগ্রেস (ই)-র দেশব্যাপী সংগঠন আছে, অন্য দলের তাহা নাই। আর ইহাও স্বীকার্য যে, যখন জনতা ভাঙ্গিয়া লোকদলের জন্ম হইতেছিল, সেই সময় কংগ্রেস (ই) সারা দেশে আপন আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিতে তৎপর হইতেছিল। সুতরাং কংগ্রেস (ই)-র ক্ষমতায় আগমনে জনতা ও লোকদল যৌথভাবে ভগীরথ। শ্রীমতী গান্ধীর ক্ষমতায় আগমন ছিল অবশ্যম্ভাবী।

পশ্চিমবঙ্গে এই নির্বাচনে বামপন্থী জোট তাঁহাদের জয়যাত্রা অব্যাহত রাখিয়াছেন। অধিকাংশ আসনে সি পি আই এম এর প্রভাব সুস্পষ্ট হইতেছে। বস্তুতঃ এই রাজ্যে বামপন্থী দল মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের নানা বাস্তব কর্মপন্থা গ্রহণ করিয়াছেন এবং রাজ্যের প্রতি কন্দরে আপন সংগঠনকে ক্রিয়াশীল রাখিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ স্বৈরতন্ত্রীকে বিশ্বাস করেন না, সমর্থন করেন না চক্রান্তকারীদের। বর্তমান নির্বাচন তাহাই প্রমাণ করিতেছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ক্ষমতালাভ করিয়াও সম্মিলিত বামপন্থী সরকার এই রাজ্যে যেভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন, তাহা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য।

নির্বাচনোত্তর উপসংহার এখনই লেখা যাইবে না। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পুনরায় ক্ষমতায় আসিয়া কি ভূমিকা লইবেন, তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। সারা ভারতে কিছু রাজ্যে কংগ্রেস (ই) বিরোধী সরকার আছে। সেই সব সরকার ভাঙ্গিয়া তিনি আপন দলীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার ক্ষমতাকে পুরাপুরি জোরদার করিতে সেই সব স্থানে বিধানসভা নির্বাচনের ব্যবস্থা করিবেন, অথবা সাধারণ নির্বাচনের সময় পর্যন্ত কাজ চালাইয়া যাইবেন সে ভবিষ্যদ্বাণী এখনই করা সম্ভব নয়। সপ্তম লোকসভা নির্বাচনে প্রাক্তন জনতা দল এবং নবীন লোকদল— ইহাদের বিষদাঁত ভাঙ্গিয়াছে, আর সে দাঁত কোনও দিন গজাইবে না এবং শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁহার আধিপত্য পুরাদমে বজায় রাখিবেন— একথা একবাক্যে স্বীকার্য।

দলবাজির অভিযোগ

অরঙ্গাবাদ, ৮ জানুয়ারী— গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রশিক্ষণ প্রকল্পে নিয়োগের ব্যাপারে আহিরণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দলবাজি চলছে বলে একদল যুবক সুতির এম এল এ মোঃ সোহরাবকে প্রদত্ত স্মারকলিপিতে অভিযোগ করেছেন বলে জানা গেছে। অভিযোগে বলা হয়েছে, বামফ্রন্টের মদতে ভুয়া ঠিকানা দিয়ে ভিন গাঁয়ের দু'জনকে ওই প্রকল্পে নিয়োগ করা হয়েছে। ফলে স্থানীয় বেকারদের স্বার্থহানি ঘটেছে।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

ভোটার তালিকায় নাম নেই কেন?

১৯৭১ সালে আমার নাম ভোটার তালিকায় নথিভুক্ত হওয়ার পর হতে আমি ভোট দেবার অধিকার পেয়েছিলাম। সেই হতে প্রতিবার আমি ভোট দিয়ে আসছি। এবারের ৭ম লোকসভা নির্বাচন উপলক্ষে যে সংশোধনী ভোটার তালিকা রচিত হয়েছিলো, তাতেও আমার নাম নথিভুক্ত হওয়ার পর আমার নামের এক কপি এনুমেরেটর আমাকে দেওয়া হয়েছিলো। তা সত্ত্বেও ভোট দেবার পূর্ব মূহূর্তে দেখা গেল, আমার ও আমার দাদাদের নাম ভোটার তালিকায় বাতিল বলে গণ্য করা হয়েছে। তার ফলে আমি ভোট দিতে পেলাম না। কি কারণে আমার নাম বাতিল করা হল, তার জবাব চাই। আসল ভোটারকে বাতিল করা কি সংশোধনী ভোটার তালিকার কাজ? তাছাড়া আরো উল্লেখ করা যেতে পারে, আমাদের বাড়ীর অন্যান্য যারা ভোটার তাদের অর্ধেক ভোটারকে আমাদের গ্রামের বুথে এবং বাকী অর্ধেক ভোটারকে আমাদের বাড়ী হতে তিন মাইল দূরে ভোট দিতে যেতে হয়েছিল ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে। তাই সংশোধনী ভোটার তালিকা তৈরী হওয়ার সময় এবার আমরা রঘুনাথগঞ্জ ১নং বি ডি ওর কাছে লিখিতভাবে আবেদন করেছিলাম, আমাদের বাড়ীর সম্পূর্ণ ভোট গ্রামের বুথেই যেন দিতে পারা যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আগের মতই তিন মাইলের ব্যবধানে দুই বুথে কেন ভোট দিতে হ'ল? — অচিন্ত্য সরকার, বাণীপুর (রঘুনাথগঞ্জ)।

৩টি কেন্দ্রই বামফ্রন্টের দখলে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ঘটনা ঘটেনি। এদিকে সমস্ত জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে বামফ্রন্ট প্রার্থীরা বিপুল ভোটের ব্যবধানে মুর্শিদাবাদ জেলার তিনটি লোকসভা কেন্দ্রই দখল করেছেন। জেলায় বামফ্রন্টের এই জয় অকল্পনীয় এবং আশাতীত। বিশেষ করে জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রে। এই কেন্দ্রে সি পি এম প্রার্থী জয়নাল আবেদিন ৭২,৮২৬ ভোটে ইন্দিরা কংগ্রেসের হাজি লুৎফল হককে পরাজিত করে নির্বাচিত হয়েছেন। প্রার্থী ছিলেন মোট ছয় জন। এস ইউ সি, আরস কংগ্রেস, জনতা এবং বিপ্লবী গণফ্রন্ট প্রার্থীদের জামানত জব্দ হয়ে গিয়েছে। লুৎফল হক অরঙ্গাবাদ কেন্দ্রের বর্তমান এম এল এ।

মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রে সি পি এম প্রার্থী সৈয়দ মসুদাল হোসেন নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ইন্দিরা কংগ্রেসের আব্দুস সাত্তারকে ৬৮,৭৫৫ ভোটে পরাজিত করেছেন। আব্দুস সাত্তার রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী এবং লালগোলা কেন্দ্রের বর্তমান এম এল এ। মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রে প্রার্থী ছিলেন আট জন।

বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রে আর এস পি দলের প্রার্থী ত্রিদিব চৌধুরী তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ইন্দিরা কংগ্রেস দলের জগদীশ সিংহকে ৯২,২৬৯ ভোটে পরাজিত করে নির্বাচিত হয়েছেন। এই কেন্দ্রে প্রার্থী ছিলেন তিনজন। আরস কংগ্রেসের আজিজুর রহমান পেয়েছেন ১২,৭৩২ ভোট। ত্রিদিববাবু এই নিয়ে পর পর সাতবার বহরমপুর কেন্দ্র থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলেন। ভারতবর্ষে ত্রিদিব চৌধুরী এবং জগজীবন রাম ছাড়া পর পর সাতবার নির্বাচন জয়ের কৃতিত্ব আর কারো নাই।

বিপদে ছুটে আসব ঃ জয়নাল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জঙ্গিপুরের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অপরিচিত জয়নাল আবেদিনের জয়লাভ সম্পর্কে অনেকের মনেই সংশয় ছিল। এমন কি দলীয় নেতারাও কল্পনা করতে পারেননি বাহাত্তর হাজারের মত বিরাট ব্যবধানে তাঁর জয় হতে পারে। অনেকেরই ধারণা ছিল এই কেন্দ্রে জয় পরাজয়ের মীমাংসা হবে সামান্যতম ব্যবধানে। সব ধারণাই মিথ্যে হয়েছে।

গত সোমবার থেকে যখন এই কেন্দ্রের গণনা শুরু হয় তখন থেকেই জয়নাল সাহেব প্রতিপক্ষ কংগ্রেস ই'র বর্ষীয়ান নেতা অরঙ্গাবাদ বিধানসভা সদস্য লুৎফল হকের চেয়ে এগিয়ে যেতে থাকেন। সারা ভারতে যখন ইন্দিরা কংগ্রেস লাগামছাড়া গতিতে এগিয়ে চলেছেন ঠিক তখনই জঙ্গিপুরে হক সাহেবের ভরাডুবি কংগ্রেসীদের হতাশ করেছে। অনেক কংগ্রেস (ই) নেতাকেও মন্তব্য করতে শোনা গেছে তাঁদের সঙ্গে মানুষ বেইমানি করেছে। কথা দিয়েও অনেকেই নাকি তাঁদের সমর্থন করেনি।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
জেলা সমাহর্তার করণ, মুর্শিদাবাদ
ভূমি সংস্কার বিভাগ

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, বহরমপুর শহরে এস বি এস টি সি ষ্ট্যাণ্ড সংলগ্ন মৌজা গড় বহরমপুরস্থিত ৯২২ (আংশিক) খাসমহল দাগের ০·০৬ শতক পরিমাণ খাস জমি দীর্ঘ মেয়াদী সূত্রে বাষিক ৪৫৩ টাকা ৮৪ পয়সা খাজনায় ও ৪৫৩৮ টাকা ৪০ পয়সা সেলামীতে উক্ত স্থানে একটি 'আবাসিক ভোজনালয়' স্থাপনের জন্য বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে। বন্দোবস্ত গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত সর্ত্তাবলী মানিয়া চলিতে হইবে।

১) উক্ত আবাসিক ভোজনালয়ে ন্যূনপক্ষে ৫০ জন যাত্রীসাধারণের বসিয়া খাওয়া ও পরিবেশনের জন্য উপযুক্ত স্থান ও পরিসর রাখিতে হইবে। ২) মহিলাদের জন্য পৃথক বন্দোবস্ত রাখিতে হইবে। ৩) জনস্বাস্থ্যের অনুকূলে আবাসিক ভোজনালয় সন্তোষজনকভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে। ৪) পুরুষ ও মহিলাদিগের জন্য পৃথক স্নানাগার ও শৌচাগার রাখিতে হইবে। ৫) উক্ত আবাসিক ভোজনালয় অবশ্যই পাকা (ইমারৎ) ভাবে নির্ম্মাণ করিতে হইবে।

উপরোক্ত সর্তাবলীতে সম্মত ও বন্দোবস্ত গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিগণকে বন্দোবস্ত লইবার জন্য ০·৭৫ পয়সার কোর্ট-ফিসহ জেলা সমাহর্তা বরাবর ১৫-১-৮০ তাং মধ্যে দরখাস্ত দাখিল করিবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

বন্দোবস্ত গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিগণকে উক্ত বিষয়ে পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার নিদর্শন দাখিল করিলে অগ্রাধিকার পাইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

আবেদনপত্রে ও খামের উপর নিম্নরূপ শিরোনাম লিখিতে হইবে।

গড় বহরমপুর মৌজাস্থিত ৯২২ (আংশিক) দাগের ০·০৬ শতক পরিমাণ জমিতে 'আবাসিক ভোজনালয়' স্থাপনের জন্য জমি বন্দোবস্তের দরখাস্ত।

উক্ত বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

স্বাঃ অশোক গুপ্ত
জেলা সমাহর্ত্তা
মুর্শিদাবাদ

জেলা তথ্য অফিস হইতে প্রেরিত।

বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া
লালগোলা রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের
জন্য নির্ভরযোগ্য বাস
বেশার বাস সারভিস
(ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের
জন্য রিজারভ দেওয়া হয়)

সকলের প্রিয় এবং
বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর
শ্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা
মুর্শিদাবাদ

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা আমার মক্কেল থানা রঘুনাথগঞ্জ অধীন জঙ্গিপুর সাকিমের অধুনা মৃত ইন্দ্রভূষণ ঘোষ মহাশয়ের পত্নী চপলাবালা ঘোষ মহাশয়ার উপদেশ ও আদেশমতে এই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যায় যে, থানা রঘুনাথগঞ্জ অধীন জঙ্গিপুর বড় কালিয়া মৌজার ২৫৩০ নম্বর দাগ ও তদুপরিস্থিত পোক্তা দ্বিতল গৃহাদির মালিক ও দখলিকার আমার উক্ত মক্কেল চপলাবালা ঘোষ। যদি কেহ উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে কোন প্রকার হস্তান্তরাদির দলিল অন্য কোন লোকের নিকট হইতে করিয়া লন তবে নিজ দায়িত্বে করিবেন।

স্বাঃ ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়
এ্যাডভোকেট, জঙ্গিপুর কোরট

এ পক্ষের চাষবাস

১৬ই—৩০শে পৌষ

ধান ঃ
সারা পক্ষ ধরে অধিকফলনশীল বোরোধান রোয়া চলবে। রোয়ার সময় জমিতে ছিপছিপে জল রাখুন। সেচের সুযোগ সুবিধা অনুযায়ী উপযুক্ত জাতের চারা লাগান। জাত নির্ব্বাচন, মূল জমিতে প্রাথমিক মাত্রায় সার প্রয়োগ, চারার বয়স, প্রতিটি চারার দূরত্ব ইত্যাদির জন্য গত পক্ষে দেওয়া বিজ্ঞাপনটি দেখুন।

গম ঃ
মুকুট শিকড় বের হওয়ার সময়ে একরে ২০ কেজি নাইট্রোজেন চাপান সার দিয়ে প্রথমবার ও পাশকাঠি ছাড়ার সময়ে দ্বিতীয়বার সেচ দিন।

আলু ঃ
সেচের জন্য গত পক্ষে দেওয়া বিজ্ঞাপনটি দেখুন। এ পক্ষের প্রথম থেকে জলদি বা নাবি ধসা রোগের আক্রমণ দেখা যায়। এই রোগ প্রতিরোধের জন্য এ পক্ষের প্রথম থেকে ২ গ্রাম ম্যাঙ্কোজেব (ডাইথেন এম ৪৫) বা জিনেব (ডাইথেন জেড-৭৮, লোনাকল, হেক্সাথেন বা ইউনিজেব) বা ৪ গ্রাম কপার অক্সিক্লোরাইড (ব্লাইটক্স' ফাইটোলেন বা কোপেক্স) প্রতি লিটার জলে গুলে পাতার দু'দিকে ও ডাঁটায় ১০-১৫ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করুন।

আখ ঃ
সামান্য দেরী হলেও এ পক্ষেও আখ লাগানো চলবে। আগে লাগানো আখ ৪৫ দিনের হলে প্রথমবার চাপান সার হিসাবে একরে ১৬ কেজি নাইট্রোজেন দিয়ে মাটি তুলে ভেলী বেঁধে দিন।

চীনাবাদাম ঃ
উঁচু ও মাঝারি বেলে দোআঁশ এবং দোআঁশ জমিতে এ পক্ষে বাদাম লাগাতে পারেন। একরে ৮-১০ গাড়ী গোবর সার বা কম্পোষ্ট এবং শেষ চাষের সময় একরে ৬ কেজি নাইট্রোজেন, ১৮ কেজি ফসফেট এবং ১৮ কেজি পটাশ সার দিয়ে বাদামের জমি তৈরী করুন। বাদামের ভাল জাত ঃ টি. এম. ভি ২, টি. এম. ভি-৭ এবং জে ১১। খোসা ছাড়ানো বীজ লাগবে একর প্রতি ২৫-৩৫ কেজি। প্রতি কেজি বীজ বোনার এক সপ্তাহ আগে ৩ গ্রাম ব্রাসিকল ৭৫ এবং ৩ গ্রাম থাইরাম ভালভাবে মিশিয়ে বীজ শোধন করে লাগান।

সর্ষে ঃ
প্রয়োজনে ফুল আসার আগে একবার সেচ দিন, জাব পোকা দমন করার জন্য গত পক্ষে দেওয়া বিজ্ঞপনটি দেখুন।

অন্যান্য ফসল ঃ
নাবি জাতের বাঁধাকপি ও ফুলকপির চারা লাগানোর ৩৫ দিন পর একরে ১২ কেজি হারে নাইট্রোজেন দ্বিতীয়বার চাপান সার হিসাবে দিন। পেঁয়াজের চারা রোয়ার ৩০ দিন পর একরে ২৪ কেজি হারে নাইট্রোজেন চাপান সার হিসাবে দিন।

ভারত-জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প
১২ বি, রাসেল স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০৭১

/naa

ঝোপ বুঝে কোপ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এসে সে তার সৎ ভাই ও বোনকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার অজুহাতে উমরপুরে গিয়ে এক মাঠের মধ্যে প্রথমে বুলবুলকে ছোড়া মারে, পরে ছুরিকাঘাত করে বিশ্বজিতকে। বুলবুল ঘটনাস্থলেই মারা যায়। বিশ্বজিৎ মারা যায় পরদিন সকালে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তির পর। মারা যাওয়ার আগে সে পুলিশের কাছে সমস্ত ফাঁস করে দিয়েছে। পুলিশ এখন অসিতকে খুঁজছে। মহকুমা শাসক জানান, ৫ জানুয়ারী নির্বাচন কর্মী দামোদর সিংহকে ভোট গ্রহণ কেন্দ্র থেকে ফিরিয়ে আনা হয়।

হোমগারড নিহত ঃ সম্প্রতি ৩৪নং জাতীয় সড়কে এক লরি দুর্ঘটনায় একজন হোমগারড নিহত হন। নির্বাচনের কাজে তিনি স্মৃতি থানায় যাচ্ছিলেন বলে জানা যায়। আর একটি খবরে প্রকাশ, গত বুধবার আহিরণের কাছে জাতীয় সড়কে একটি লরি উল্টে গেলে একজন আরোহী ঘটনাস্থলেই নিহত হন। ভোটের পরদিন লরি চাপা পড়ে জঙ্গিপুরের এক বৃদ্ধা নিহত হন।

বিজ্ঞপ্তি

২২শে জানুয়ারী, ১৯৮০ সরস্বতী পূজার্চ্চনায় একটি পুষ্প প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। এই প্রদর্শনীতে প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কারেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। যাঁরা এই পুষ্প প্রদর্শনী প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক তাঁরা যেন টবসমেত ফুলগাছ ক্লাবের সম্পাদকের কাছে ২১শে জানুয়ারীর মধ্যে জমা দেন। এই প্রতিযোগিতায় কোন প্রবেশমূল্য লাগবে না। — সম্পাদক, জঙ্গিপুর টাউন ক্লাব।

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১১

NOTICE

এতদ্দ্বারা সুতি থানা মার্কেটিং সোসাইটি অফিস এবং উহার শাখা অফিসের নিম্নলিখিত পদগুলির জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে—

১) সেলস্ম্যান/অ্যাকাউন্টেন্ট—আহিরণ শাখা অফিস

২) অ্যাকাউন্টেন্ট—মেইন্ অফিস

পদগুলির জন্য যোগ্যতা ও সর্তাবলী নিম্নরূপ—

ক) শিক্ষাগত যোগ্যতা—স্কুল ফাইনাল অথবা সমতুল এবং সমবায় সমিতির কার্যে ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা। কমার্স গ্রাজুয়েটের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা শিথিলযোগ্য।

খ) বয়স— ২১ হইতে ৩৫ বৎসর।

গ) মাহিনা— ২০০-৭.৫০-৩৩৫-১০-৪২৫। (মহার্ঘ ভাতাযুক্ত)

ঘ) প্রার্থীকে অতি অবশ্যই কর্মস্থল হইতে ৭ কিলোমিটারের মধ্যে বাস করিতে হইবে।

ঙ) ১নং পদের প্রার্থীর ক্ষেত্রে Security Deposit হিসাবে ৫০০ টাকা জমা দিতে হইবে।

দরখাস্ত অতি অবশ্যই ২১-১-৮০ তারিখের মধ্যে Administrator স্মৃতি থানা এগ্রিকালচারাল কো-অপারেটিভ সোসাইটি (পোঃ অরঙ্গাবাদ, জেলা মুর্শিদাবাদ) এর নিকট জমা দিতে হইবে।

Sd/- Uttam Sengupta
Administrator
Suti Thana Agricultural Co-operative
Marketing Society L

8. 1. 80

আপনার সৌন্দর্যকে ধ'রে রাখা কি কষ্টকর?

একেবারেই না—যদি বসন্ত মালতী আপনার প্রতিদিনের সঙ্গী হয়। লানোলিন, চন্দন তেল ও নানান উপাদানে সমৃদ্ধ বসন্ত মালতী আপনার ত্বকের সব রকম ক্ষয় রোধ করে। ত্বকের ছিদ্রপথগুলি বন্ধ হ'য়ে গেলে ত্বকের পক্ষে তা'র খাদ্য গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তাই ক্রমে ত্বক শুকিয়ে আপনার সৌন্দর্য ম্লান ক'রে দেয়। বসন্ত মালতীর ব্যবহারে ত্বকের ছিদ্রপথগুলি খোলা থাকে, আর ত্বক তা'র উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করতে পেরে আপনার সৌন্দর্যের কমনীয়তা বহু বছর ধ'রে অক্ষুণ্ন রাখতে সমর্থ হয়। বসন্ত মালতীর সুগন্ধ সারাদিন ধ'রে আপনার মনে এক অপূর্ব মূর্ছনা জাগায়।

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি. কে. সেন এণ্ড কোং
প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস,
কলিকাতা
নিউ দিল্লী

Godrej

"The quality is never an accident.
But it is always the result of an important efforts"

উক্তিটির সার্থক রূপকার গোদরেজ। গোদরেজের ষ্টীল আলমারী, অফিস আসবাব এবং রেফ্রিজেরেটর ও টাইপরাইটার এখন ষ্টীলজগতের এক এবং অনন্য। আপনার মনের মত সেরা জিনিসটি আপনি পছন্দ করে নিয়ে যান আমাদের শো-রুম থেকে।

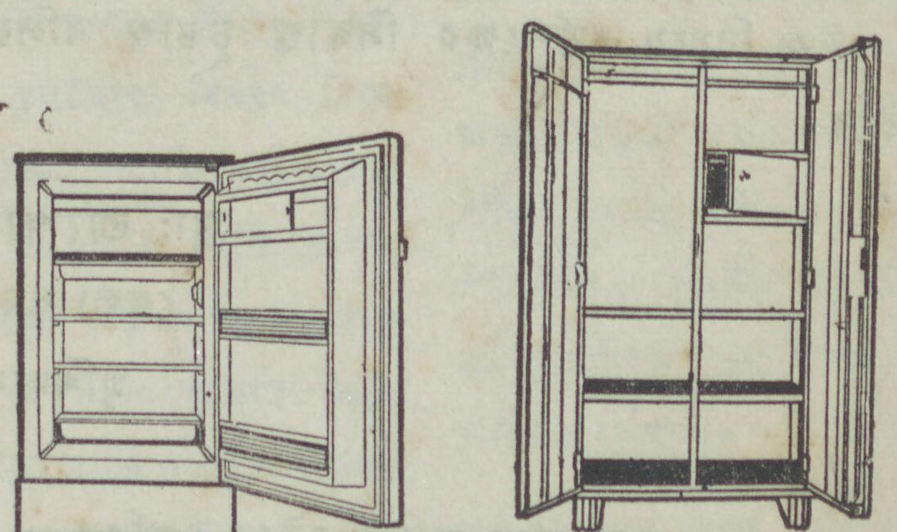

★ এক এবং অনন্য পরিবেশক—

মেঃ ভকত ভাই প্রাঃ লিঃ
বোলপুর ★ বীরভূম
পিন : ৭৩১২০৪
ফোন নং ২৪১

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।